দাবানলের কারণ বিজ্ঞান জানে না: ট্রাম্প

দাবানলের ভয়াবহ আগুনে পুড়ছে ক্যালিফোর্নিয়া। চলছে নানা সমোলোচনা-বিতর্ক। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবার দাবানল বিতর্কের আগুনে আরও হাওয়া দিলেন। সোমবার সেখানে পৌঁছেই জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে দাবানলের সংশ্লিষ্টতা নিয়ে তিনি বলেন, ‘আমি মনে করি না বিজ্ঞান জানে। দ্রুত সবকিছু ঠাণ্ডা হয়ে আসবে, আপনারা দেখবেন।’

তার মতে দাবানলের পেছনে মূলত দায়ী বনভূমি কম থাকা। একই দিনে ডেলওয়্যার রাজ্যের এক প্রচারণায় ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেন বলেন, ‘দেশটিতে একের পর এক দাবানলের সব দায় ট্রাম্পের। ট্রাম্প যতদিন ক্ষমতায় থাকবেন ততদিন যুক্তরাষ্ট্রের আরও এলাকা পুড়তে থাকবে।’

ক্যালিফোর্নিয়ার ম্যাককেল্লান বিমানবন্দরে পৌঁছেই সংবাদ সম্মেলন করেন ট্রাম্প। দাবানলের পেছনে জলবায়ু পরিবর্তনের ভূমিকা আছে কিনা, সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প আরও বলেন, ‘আমি মনে করি, এখানে ব্যবস্থাপনাগত সমস্যাই বেশি।’

ইউরোপের দক্ষিণাঞ্চল থেকে নিয়ে অস্ট্রেলিয়া ও অন্যান্য এলাকার দাবানলের প্রসঙ্গ টেনে ট্রাম্প বলেন, অন্যান্য দেশের যুক্তরাষ্ট্রের মতো সমস্যা নেই। তাদের অনেক বিস্ফোরকপ্রবণ গাছ থাকাতে দ্রুত আগুন ধরে যায়।

ট্রাম্প বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কথা যখন আসে তখন দেখুন ভারত কি তাদের পদ্ধতি বদল করেছে? রাশিয়া বা চীন করেছে?

উল্লেখ্য, জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাবে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি নিয়ে ক্ষমতায় আসার আগ থেকেই সমালোচনামুখর ট্রাম্প।

সূত্র: বিবিসি।

লিবিয়া উপকূলে নৌকাডুবি, ২৪ জনের মৃত্যু

জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক সংস্থা আইওএম জানিয়েছে, ভূমধ্যসাগরের লিবিয়া উপকূলে রাবারের নৌকা ডুবে কমপক্ষে ২৪ অভিবাসন প্রত্যাশীর মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার এ তথ্য জানিয়েছে তুরস্কভিত্তিক গণমাধ্যম আনাদোলু।

আইওএম এর মুখপাত্র সাফা সেহলি জানান, লিবিয়া থেকে অবৈধভাবে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দেওয়ার সময় অভিবাসন প্রত্যাশীদের রাবারের তিনটি নৌকার একটু ডুবে যায়।

এসময় লিবিয়ার কোস্ট গার্ড ৪৫ জনকে উদ্ধার করে বলে জানায় আইওএম এর ওই মুখপাত্র।

আফ্রিকা ও লিবিয়া থেকে অভিবাসীদের বেশিরভাগেরই পছন্দের রুট হলো ভূমধ্যসাগর। এসব অভিবাসন প্রত্যাশীরা ইতালি এবং মাল্টা হয়ে ইউরোপে প্রবেশের চেষ্টা করেন।

রিয়ালের বড় জয়ে ৪ গোল করলেন বেনজেমা

২০২০-২১ মৌসুম শুরুর আগে একমাত্র প্রাক-মৌসুম ম্যাচে বড় জয় পেয়েছে স্প্যানিস জায়ান্ট রিয়াল মাদ্রিদ। এদিন রিয়ালের হয়ে করিম বেনজেমা একই চার গোল করেছেন।

নিজেদের অনুশীলন মাঠ স্তাদিও আলফ্রেদো দি স্তেফানোতে গেটাফের মুখোমুখি হয় রিয়াল। যেখানে শেষ বাঁশি বাজলে ৬-০ গোলের বড় জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে গ্যালাকটিকোরা।

ম্যাচে বেনজেমা চার গোলে মাতিয়ে রাখেন স্বাগতিক শিবির। দলের অন্য দুটি গোল করেন সার্জিও রামোস ও সার্জিও আরিবাস।

ম্যাচটি দর্শকশূন্য অবস্থায় খেলা হয়। এমনকি খেলায় কোনো সংবাদমাধ্যম অথবা টিভি ক্যামেরারও অনুমতি ছিল না।

আগামী রবিবার রিয়াল সোসিয়েদাদের বিপক্ষে লিগে নিজেদের প্রথম ম্যাচে মাঠে নামবে রিয়াল।

আলমডাঙ্গায় আবারও পেঁয়াজের বাজারে আগুন, কেজি ১০০ টাকা

আলমডাঙ্গার কাঁচা বাজারে তরিতরকারী ও মরিচের পর হঠাৎ করেই আগুন লেগেছে পেঁয়াজে। মঙ্গলবার সকালে কাঁচা বাজারে সবজি কিনতে গিয়ে পেঁয়াজের ঝাজে ক্রেতাদের অনেকেরই চোখ দিয়ে জল গড়িয়েছে। ৫০ টাকা কেজির পেঁয়াজ রাত পেরুতেই হয়ে গেছে ১০০ টাকা। যে কোন ধরনের সবজি ও কাঁচা মরিচের আকাশ ছোঁয়া দামের কারণে এমনিতেই মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। এরপর একদিনেই পেঁয়াজের দ্বিগুন মূল্য বৃদ্ধিতে মানুষের দম বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে।

জানা গেছে, গত সোমবার আলমডাঙ্গার পাইকারি বাজারে পেঁয়াজের কেজি ছিল প্রকারভেদে ৫০ থেকে ৫৫ টাকা। খুচরা বিক্রেতারা তা বিক্রি করেছেন ৬০ টাকা কেজি দরে। কিন্ত সোমবার রাতে ভারত বাংলাদেশে পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করে দেওয়ার খবর প্রচার হলে পরদিন মঙ্গলবার সকালেই ৫০ টাকা কেজির পেঁয়াজের দাম বেড়ে হয়ে যায় ১০০ টাকা। আড়তদাররা নিজেরা সকাল থেকেই দাম বাড়িয়ে দেয়। আড়তে থাকা আগের দিনের বস্তা বস্তা পেঁয়াজও একই দামে বিক্রি করা হয়। তবে বেলা বাড়ার সাথে সাথে আড়তদাররা কুষ্টিয়ার অন্যান্য বাজারের সাথে যোগাযোগ করে কিছুটা কমে বিক্রি শুরু করে। এ ক্ষেত্রে খুচরা বিক্রেতারা পেঁয়াজের কেজি বিক্রি করে ৯০ টাকা দরে।

ব্যাগ হাতে বাজারে আসা ক্রেতা হাফিজুর রহমান ক্লেদাক্ত কণ্ঠে বলেন, ৪০ টাকা কেজির নিচে কোন তরকারী নেই। কাঁচা মরিচের কেজি ১৫০ টাকা। পেঁয়াজ ১০০ টাকা। সাধারণ মানুষের আয় তো বাড়েনি। করোনার জেরে আয় আরও কমেছে। কিভাবে ছেলে-মেয়ে নিয়ে সংসার চালাব?

মহিলা ক্রেতা নাসিমা বেগম বলেন, কোন তরকারীর দাম কম নয়। সবই ৪০ থেকে ৬০ টাকা কেজি। আমাদের মত সাধারণ মানুষের খেয়ে বাঁচার পরিস্থিতি নেই।

খুচরা বিক্রেতা জামান বলেন, সোমবারে পেঁয়াজের কেজি ছিল ৫৫ থেকে ৬০ টাকা। মঙ্গলবার সকালে প্রথমদিকে পেঁয়াজের কেজি ১০০ টাকায় বিক্রি হয়।

পরে আবার কমিয়ে ৯০ টাকা দরে বিক্রি করা হয়। ভারত বাংলাদেশে পেঁয়াজের রপ্তানি বন্ধ করে দেওয়ায় দেশের বাজারে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে বলে তিনি জানান। এই সুযোগে এক শ্রেনীর আড়তদার সিন্ডিকেটের মাধ্যমে দাম বৃদ্ধির পায়তারা করছে বলেও জানান তিনি।

কোটচাঁদপুরে নিখোঁজ সুমাইয়ার এখনও সন্ধান পাইনি তার পরিবার

কোটচাঁদপুর উপজেলার দোড়া ইউনিয়নের সেলিম হোসেনের কন্যা সুমাইয়া (১০) বাড়ী থেকে নিখোঁজ হওয়ার এক মাস পেরিয়ে গেলেও সন্ধান পাননি তার পরিবার। শিশু সন্তানকে হারিয়ে দিশেহারা সুমাইয়ার পরিবার।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, সেলিমের স্ত্রী ৮বছর পূর্বে শিশু সুমাইয়াকে রেখে অন্যত্র চলে যান। সেই থেকে দাদী রাহেলা বেগম মায়ের আদর দিয়ে শিশু সুমাইয়াকে লালন-পালন করছিলেন। সুমাইয়ার বয়স এখন দশ বছর। পার্শ্ববর্তী পাঁচলিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী।

গত ১৫ আগস্ট সেলিম হোসেন ও সেলিমের মা দু’জনে সুমাইয়াকে বাড়িতে একা রেখে কোটচাঁদপুর শহরে আসেন কেনা-কাটা করতে। তারা বাসায় ফিরে সুমাইয়াকে আর দেখতে পাননি।

প্রতিবেশীরাও কিছু বলতে পারে না। ৪ দিন বিভিন্ন বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করে সুমাইয়াকে না পেয়ে অবশেষে গত ১৯ আগস্ট কোটচাঁদপুর

থানায় জিডি করেছেন নিখোঁজ সুমাইয়ার পিতা দিন মুজুর সেলিম হোসেন। এর পরও সুমাইয়াকে ফিরে পেতে পিতা সেলিম হোসেন ও দাদী রাহেলা বেগম পথে পথে ঘুরছেন। ঘুরছেন সাংবাদিকসহ বিভিন্ন এলাকার জনপ্রতিনিধি রাজনৈতিক নের্তৃবৃন্দের কাছে।

মেয়েটির উচ্চতা আনুমানিক ৩ ফুট ৩ ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখোমণ্ডল লম্বাটে, হালকা পাতলা স্বাস্থ্য। হারিয়ে যাওয়ার সময় পরনে ছাপা হলুদ রং-এর ফ্রগ ও হাফ প্যাণ্ট পরিহিত ছিল। কেউ সন্ধান পেলে নিখোঁজ সুমাইয়ার পিতা সেলিম হোসেন মোবাইল-০১৭৫৪-৪৪১৬১৮ নাম্বার অথবা স্থানীয় থানায় জানানোর জন্য বিনীত ভাবে সকলের প্রতি অনুরোধ করেছেন।

কুতুবপুর ইউনিয়নকে বেকার মুক্ত করে গড়ে তুলতে চাই – শহিদুল আলম

ইউনিয়ন পর্যায়ের নির্বাচনের আমেজ ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। বর্তমান চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন মনোনয়ন প্রত্যাশিরা ছুটছেন জনগণের কাছে। কেউ কেউ দলের উচ্চ পর্যায়েও দোড়ঝাঁপ শুরু করেছেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন এর এবারের আয়োজন ‘গ্রামীণ জনপদে ভোট’ শীর্ষক সাক্ষাতকার পর্ব। দ্বিতীয় পর্বে মেহেরপুর প্রতিদিন এর মুখোমুখি হয়ে ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান শহিদুল আলম। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন নিজস্ব প্রতিনিধি পলাশ আহমেদ। সাক্ষাতকারের চুম্বক অংশটি এখানে তুলে ধরা হলো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আগামী ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আপনি প্রার্থী হিসেবে থাকবেন কিনা?

শহিদুল আলম: বর্তমানে যে পরিবেশ তাতে নির্বাচন করার ইচ্ছা বা মানসিকতা নেই, তবে দলীয় সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করছে। আমি কুতুবপুর ইউনিয়ন বি এন পির সভাপতি যার কারনে দলের সিদ্ধান্তকে

গুরুত্ব দিতে হবে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে দলীয় প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করাটা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছি। তবে সুষ্ঠ নির্বাচন হবে বলে যদি কোন প্রতিশ্রুতি পাই তখন ভেবে দেখবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনি কেন নির্বাচনে অংশ নিতে চান না?

শহিদুল আলম: বর্তমানে দেশের যে অবস্থা, সর্ব সাধারণের ভোটাধিকার হনন করা হয়েছে। কাউকে আর ভোট দেওয়া লাগে না। আপনারা দেখেছেন বিগত নির্বাচনে রাতের আঁধারে ভোট হয়েছে। ভোট কেন্দ্রে কাউকে প্রবেশ করতে দেয় নি। ইচ্ছে মত ভোট চুরি করে ক্ষমতাসীনরা নির্বাচিত হয়েছে। কর্মীদের ওপর হামলা-মামলা, তাই এমন একটা বাজে পরিবেশে নির্বাচনে অংশ নিয়ে সাধারণ মানুষের ভুগান্তি ছাড়া আর কিছুই না।

মেহেরপুর প্রতিদিন: চেয়ারম্যান হিসেবে জনগণের প্রতিশ্রুতির কতটুকু বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন বলে মনে করেন।

শহিদুল আলম: আপনারা জানেন, আমি বিএনপি’র দলীয় প্রতীকে নির্বাচন করে চেয়ারম্যান হয়েছি। বর্তমান প্রক্ষাপটে উন্নয়ন করার ইচ্ছা থাকলেও বর্তমান ক্ষমতা শালী দলের বিভিন্ন নেতা বর্গদের চাপে অনেক কিছুই করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া বর্তমান কুতুবপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সেক্রেটারী ইউনিয়ন পরিষদের সকল কাজের তদারকি করেন যার কারণে আমি আমার ইচ্ছে মত কোন কাজই করতে সক্ষম নই।

নির্বাচনী ইশতেহারে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম সে গুলো সব বাস্তবায়ন করতে পারি নি ক্ষমতাসীন শোষক ও শাসক গোষ্ঠীর কারণে। তবে উন্নয়ন করেছি আমার সামর্থ ও সক্ষমতা অনুযায়ী।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনি কোন কাজ গুলো সফল ভাবে করেছেন?

শহিদুল আলম: মাদক নিয়ে আমার ইউনিয়নে ব্যপক কাজ করেছি আগের তুলনায় আর সেই রকম মাদক সেবী বা মাদক ব্যবসায়ী নেই। বাল্য বিবাহ একদমি নেই তবে যদিও হয়ে থাকে তাও আমার এবং প্রসাশনের অগচরে।

ইউনিয়ন ভিত্তিক সকল সেবা ডিজিটাল করা হয়েছে। জনগণকে এখন কোন কাজের জন্য অপেক্ষা করতে হয়না। করোনাকালীন সময়ে আমার ইউনিয়নের নিন্ম বিত্ত মধ্যবিত্ত সকল মানুষের জন্য সরকারি সুবিধা দোর গোড়ায় পৌঁছে দিয়েছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনার উন্নয়নে জনগণ কতটুকু সন্তুষ্ট, যাতে

করে জনগণ আপনাকে পুনরায় ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবে?

শহিদুল আলম: জনগণ আমাকে ভালোবেসে, আমার প্রতি আস্থা রেখে আমাকে তাদের মুল্যেবান ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছে। সেই কথা ভেবে জনগণকে আমার যতটুকু সম্ভব আমি দিয়েছি যা সন্তষ্টকর বলে মনে করি।

তবে আমার এই ৫ বছরে ক্ষমতা থাকা কালীন অনেক ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে, যার জন্য আমাকে আরো নিজেকে সাবধানতা অবলম্বন করে কাজ করতে হয়। পিছনের আমার বিরোধী পক্ষ আমার ভুল ধরার জন্য বসেই আছে। এই জন্য আমি আমার মান সম্মানটা ধরে রাখার জন্য সবার সাথে সমন্বয় করে কাজ করি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: পুনরায় নির্বাচিত হলে কি কি করতে চান?

শহিদুল আলম: আমার কুতুবপুর ইউনিয়নকে বেকার মুক্ত, স্বালম্বী ইউনিয়ন হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। বর্তমানে ব্যাপক ভাবে যুব সমাজের অবক্ষয় ঘটছে যাতে করে এ জাতিকে একসময় চরম ক্ষতির স্বীকার হতে হবে বলে মনে করি । কারণ বেকারত্ব দিন দিন বাড়ছে, তাদের কর্মসংস্থানেরর সৃষ্টি করতে হবে।

সরকারি চাকরি না হোক বিভিন্ন ফার্ম দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে বেশি প্রসিক্ষণ ব্যবস্থা থাকলে ভালো হবে। মেয়েদের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

আমাদের ইউনিয়নে বিধবা মহিলাদের জন্য কর্ম সংস্থান সৃষ্টি করা। তারা যে ভাতা পান তাতে তো তাদের কিছুই হয় না এক্ষেত্রে তাদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দিলে তারা সেই কাজ করে জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন করতে পারতো বলে মনে করি।

মেহেরপুরে নতুন ২ জন করোনায়

আক্রান্ত :: মোট ৫৯১

মেহেরপুরে নতুন করে আরো ২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তারা সকলেই মেহেরপুর সদরের। এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাড়িয়েছে ৫৯১ জনে।

আজ বিকাল মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা.নাসির উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, আজ প্রাপ্ত ২০ টি রিপোটের মধ্যে ২ টি পজিটিভ। এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা- ৩৮৪৪ টি।

মেহেরপুর জেলায় বর্তমানে আক্রান্ত রয়েছেন ৪১ (সদর-১৫, গাংনী- ২১, মুজিবনগর- ০৫) জন।

এ পর্যন্ত জেলায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ১৫ জনের। তার মধ্যে সদরে- ৭, গাংনী- ৬, মুজিবনগর- ২)।

সুস্থ হয়েছেন ৪৮৮ (সদর-২৬১, গাংনী -১৭৮, মুজিবনগর- ৪৯) জন । অন্যত্র ট্রান্সফার্ড করা হয়েছে ৪৪ জনকে।

অবহেলিত মেহেরপুর সুইপার কলোনির বাসিন্দারা !

ভালো নেই মেহেরপুরের সুইপার কলোনির বাসিন্দারা। পৌরসভার ৩৬’শ টাকা বেতনে খেয়ে না খেয়ে দিন পার করছে তারা। কেউ কেউ আবার ভাড়া বাড়িতে থাকায় বেতনের সব অংশই চলে যায় বাড়ি ভাড়া ও বিদ্যুৎ বিলে। বউ-বাচ্চাসহ স্বপরিবারে থাকতে হচ্ছে একটি ঘরেই। প্রায় ২’শ জনের জন্য মাত্র ৪টি টয়লেট। এছাড়াও নেই গোসলের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা। খাওয়া, রান্না, গোসল সব কিছুই যেন এক কক্ষেই। পৌরসভার জনপ্রতিনিধিদের নেতৃত্ব বদল হলেও বদল হয়নি সুইপার কলোনির বাসিন্দাদের ভাগ্য। প্রতিশ্রুতির কোনটাই পুরন করেনি জনপ্রতিনিধিরা। সরকারি বেসরকারি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে ৮০

ভাগ কোটা বরাদ্দ থাকলেও কপালে জুটছে না চাকরি।

সরেজমিনে গিয়ে জানা গেছে, শতবর্ষি এই সুইপার কলোনিতে বসবাস করে ৫০ পরিবারের প্রায় দুই শতাধিক সদস্য। এদের মধ্যে ১৩৫ জন পৌরসভার বেতনভুক্ত। যারা প্রতিদিন মেহেরপুর শহর পরিষ্কার পরিছন্ন করার কাজ করে। এই সুইপার কলনির অনেক ছেলে-মেয়ে লেখাপড়া করে ডিগ্রি অর্জন করেছে অথচ কেউই কোন ধরনের সরকারি চাকুরি পাইনি।

অরুপ ভুঁইমালি ও মিনতি ভুঁইমালি দম্পতির মেয়ে অনুরাধা ভুঁইমালি পড়ছেন মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের একাদশ শ্রেণিতে, অসক বাঁসফোর ও পুতুল বাঁসফোর দম্পতির মেয়ে পায়েল বাঁসফোর একই কলেজের একাদশ শ্রেনির দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী, সুরেন বাঁসফোর ও মিনা বাঁসফোর দম্পতির ছেলে দেব বাঁসফোর মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল কলেজের ছাত্র, বাদল বাঁসফোর ও রত্না বাঁসফোর দম্পতির ছেলে বিব্লব বাঁসফোর লেখাপড়া করেন ছহিউদ্দিন ডিগ্রী কলেজে, মিঠু বাঁসফোর ও ফুল কুমারী বাঁসফোর দম্পতির ছেলে অজয় বাঁসফোর পড়েন ঢাকার সাভারের ইসটার্ন ইউনিভার্সিটিতে।

এসব শিক্ষিত ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তায় পড়েছে তাদের বাবা-মা। এ কারনেই হতাশাই অনেকেই ছেড়েছে লেখাপড়া। কেউ কেউ আবার আফসোস করে বলছেন“আমাদের তো অনেকেই মানুষই মনে করে না”।

ঢাকার সাভারের ইসটার্ন ইউনিভার্সিটিতে ইলেকট্রনিক্স এন্ড ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়ুয়া অজয় বাঁসফোর বলেন, বাবা-মা অনেক কষ্ট করে লেখাপড়া করাচ্ছেন। কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ কি? আমরাতো দেশের অবহেলিত গোষ্ঠি। আমাদের জন্য আলাদা কোটা আছে তারপর অজানা কারনে আমরা অবহেলিত।

নানা সমস্যার কথা বলতে গিয়ে পার্থ বাঁসফোর বলেন, আমাদের ঘর করে দেওয়া হবে, বেতন বাড়ানো হবে এইরকম অনেক প্রতিশ্রুতিই দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন প্রতিশ্রুতিই বাস্তবায়ন হয়নি। মাসে ৩৬শ টাকা বেতনে কি হয়? এতে কি সংসার চলে? বিভিন্ন দাবি নিয়ে পৌর মেয়রের কাছে গিয়েও কোন লাভ হয়নি।

একেকটি ঘরে ছেলে মেয়েসহ চার-পাঁচজন থাকতে হচ্ছে। আমাদের সংসার ধিরে ধিরে বাড়ছে। পর্যাপ্ত ঘর না থাকায় আমাদের চরম ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে। সেই সাথে প্রায় ২’শ জনের জন্য মাত্র ৪টি টয়লেট। আমাদের কলোনির পাশেই আছে একটি নর্দমা। বর্ষায় সেখানকার পানি আমাদের ঘরে প্রবেশ করে।

কলোনির বাসিন্দা সাবিত্রি, পারুল, শুরেনসহ বেশ কয়েকজন জানান, আমাদের প্রার্থনা করার মন্দিরটারও বেহাল অবস্থা। টিনের তেরি মন্দির। প্রতি বছরই সেটা ভেঙে যায়। নিজেদের টাকা দিয়ে সংস্কার করতে হয়। আমাদের কেউ মারা গেলে লাশ শৎকার করার জায়গাটাও নির্দিষ্ট না। সামান্য একটু জায়গা আছে সেখানে যাওয়ার রাস্তা নেই।

এ বিষয়ে মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, আমরা ইতিমধ্যে দলিত শ্রেনীর লোকজনের জন্য একটি স্কুল ও ৫ তলা বিশিষ্ট ভবনের জন্য প্রকল্প তৈরি করেছি। খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই কাজটি বস্তাবয়িত হবে।

এছাড়াও সার্বক্ষনিক পৌরসভার পক্ষ থেকে তাদেও খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে। আমরা তাদের নিয়ে একটি সমবায় সমিতি করেছি যাতে সুইপার কলোনির লোকজনের বিপদে আপদে সেখান থেকে তারা আর্থিক সহযোগীতা পায়। এছাড়াও আমি মেয়র হওয়ার পর তাদের বেতন বাড়িয়েছি। আগামীতে আরও বৃদ্ধি করা হবে।

চুয়াডাঙ্গায় সারের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি

চুয়াডাঙ্গার সারের ডিলাররা কৃত্রিম সংকট তৈরি করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এ সুযোগে বাড়তি দাম নেয়ারও অভিযোগ কৃষকদের। ডিলারদের এমন সিন্ডিকেটের কারণে এবার জেলার সবজি ও ভুট্টার আবাদে বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা করছেন চাষীরা।

চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য, সরকার নির্ধারিত দামে ডিলারদের মাধ্যমে কৃষকদের কাছে ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি এবং ডিএপি সার বিক্রি করা হয়। প্রতিকেজি ইউরিয়া ১৬ টাকা, টিএসপি ২২ টাকা, এমওপি ১৫ টাকা এবং ডিএপি ১৬ টাকায় কৃষকদের কাছে বিক্রি করার কথা। তবে মাঠ পর্যায়ের তথ্য, এর চেয়ে বেশি দামে সার বিক্রি করা হচ্ছে।

এবার চুয়াডাঙ্গার চারটি উপজেলায় এ মৌসুমে ৩২ হাজার ৬৬০ হেক্টর

জমিতে আমন ধান চাষ করছেন কৃষকরা। আগাম সবজি চাষ হচ্ছে ৬ হাজার ৫০০ হেক্টর জমিতে। ভুট্টার আবাদ হচ্ছে ৪৮ হাজার ৫০০ হেক্টর জমিতে। এ জেলাতেই দেশের সবচেয়ে বেশি ভুট্টার চাষ করা হয়। এছাড়া কৃষকরা ফুলকপি, বাঁধাকপি, শসা, করোলা, লাউসহ আগাম বিভিন্ন সবজি আবাদ করছেন। সার সংকট বা সারের বাড়তি দামের কারণে এসব আবাদের ফলনে মারাত্মক প্রভাব পড়বে বলে মনে করছেন স্থানীয় কৃষকরা।

যদিও চুয়াডাঙ্গার ডিলারদের কাছে ইউরিয়া সার মজুত রয়েছে ১ হাজার ৩২৫ মেট্রিক টন, টিএসপি ৪৫১ মেট্রিক টন, এমওপি ৪৮৮ মেট্রিক টন ও ডিএপি ৫৩৫ মেট্রিক টন। এর মধ্যে আবার চলতি মাসে ডিলারদের জন্য ৩ হাজার ১০৩ মেট্রিক টন ইউরিয়া, ৫৮০ মেট্রিক টন টিএসপি, ৮৩৯ মেট্রিক টন এমওপি ও ১ হাজার ৩৭৪ মেট্রিক টন ডিএপি সার বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। তবে ১০ সেপ্টে¤॥^র পর্যন্ত সার উত্তোলনে ডিলারদের মধ্যে তেমন আগ্রহ দেখা যায়নি। ওই সময়ের মধ্যে শুধু ৮৩৫ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার উত্তোলন করেছেন তারা। অন্য সার তারা উত্তোলন করেননি।

চুয়াডাঙ্গা জেলায় বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন অনুমোদিত ডিলার রয়েছেন ৫০ জন ও বিএডিসির ডিলার রয়েছেন ৫৯ জন। বিএডিসির ২ জন ডিলার লাইসেন্স নবায়ন না করায় তাদের বিক্রি কার্যক্রম বাতিল করা হয়েছে।

সারের সংকট ও বাড়িত দামের ব্যাপারে কথা বলা হয় সদর উপজেলা ও আলমডাঙ্গার কৃষক সোহেল, স্বপন, রবিউল, রতন, আজমত আলি, জমির শেখের সঙ্গে। তাদের দাবি, ডিলাররা সারের কৃত্রিম সংকট তৈরি করছেন।

কৃষকদের বলা হচ্ছে, সার কম, তাই দাম বেশি। কারণ অন্য জায়গা থেকে সার এনে দিতে হবে। সার বিক্রির কোনো ভাউচারও কৃষকদের দেয়া হচ্ছে না।

কারণ দাম বেশি রাখা হচ্ছে। কৃষকদের কাছ থেকে দাম বেশি রাখলেও ডিলাররা নিজেদের খাতায় সরকার নির্ধারিত দামই লিখে রাখেন। সার সংকটে জিম্মি হয়ে পড়া কৃষকরা প্রতিবাদ করলেই তাদের জানিয়ে দেয়া হচ্ছে তারা আর সার পাবেন না। এমনকি হুমকি দেয়া হচ্ছে কোথা থেকে সার পান তাও দেখব। সব সারেই প্রতি কেজিতে ২ থেকে ৪ টাকা বেশি নেয়া হচ্ছে। অনৈতিক সুবিধা নেয়া ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার দাবিও জানান তারা।

দামুড়হুদা উপজেলার পোতারপাড়া গ্রামের কৃষক উজ্জল হক জানান, তিনি ধান ও শিমের আবাদ করেছেন। সার কিনতে গেলে প্রতি কেজিতে ২ টাকা করে বেশি নেয়ার অভিযোগ তার। এ ব্যাপারে দেখার কেউ নেই বলেও অভিযোগ তার।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ডিলারের ম্যানেজার জানান, মালিক যেভাবে তাদের নির্দেশ দেন সেভাবেই তারা সার বিক্রি করেন। তাদের কিছুই করার নেই।

কৃষকদের কাছ থেকে বেশি দাম রাখা হলেও খাতায় ঠিকই সরকার নির্ধারিত দাম লিখে রাখা হয়; এমন অভিযোগেরও সত্যতা স্বীকার করেন তিনি।

এদিকে চুয়াডাঙ্গা ডিঙ্গেদহ বাজারের বিসিআইসি সার ডিলার আনছার আলী জানান, সারের কোনো সংকট নেই। এমনকি নির্ধারিত মূল্যেই বিক্রি করা হচ্ছে। সারের দাম বেশি নেয়া হচ্ছে এমন অভিযোগকে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন দাবি তার।

বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার অ্যাসোসিয়েশন চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আকবর আলী বলেন, সারের সংকট নেই। এবার ভুট্টার আবাদ বেশি হবে বলে আমরা অতিরিক্ত সার বরাদ্দ চেয়ে কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। কোনো ডিলার যদি সারের দাম বেশি নেয় বিষয়টি খতিয়ে দেখব। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আলি হাসান জানান, তাদের কাছেও অভিযোগ এসেছে সারের দাম বেশি নেয়া রাখা হচ্ছে। মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। কৃষকদের সার নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সরকারি নির্ধারিত মূল্যেই সার বিক্রি হবে। বেশি দাম রাখার সত্যতা পেলে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। বিষয়টি জেলা প্রশাসককে জানানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।

জেলা প্রশাসক (ডিসি) নজরুল ইসলাম সরকার বলেন, সরকার কৃষকদের সব ধরনের সহযোগিতা করছে। সারের কোন সংকট নেই। অতিরিক্ত মূল্যে সার বিক্রির অভিযোগ পেলে ডিলারশিপ বাতিল করা হবে।

মেহেরপুরের বারাদীতে অসুস্থ ভেড়ার মাংস বিক্রি

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী বাজারে অসুস্থ ভেড়া জবাই করে মাংস বিক্রি করার সময় বারাদি বাজার কমিটির হস্তক্ষেপে রফিকুল নামের এক কসাইকে আটক করার পর মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

গতকাল সোমবার দুপুরে বারাদী বাজারে এ ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, সাবেদ আলী ছেলে রফিকুল ইসলাম নামের এক কসাই দুটি অসুস্থ ভেড়া জবাই করে মাংস বিক্রি করছিল, এসময় বাজার কমিটির লোকজন জানতে পেরে তাকে আটক করে।

পরে বারাদি ক্যাম্পের এস আই ইমরুলের উপস্থিতিতে ভবিষ্যতে এমন কাজ করবে না বলে মুচলেকা দেওয়ার পর তাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।
মেহেরপুর সদর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর অফিসার তারিকুল ইসলাম এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন।